সমুদ্র গুপ্ত: রক্তের নিপুণ আঙুলে বেজে ওঠা শব্দের কবি

কাজী জহিরুল ইসলাম

এই শোন, আমাদের একজন কনসালটেন্ট আছেন, খুব বড় কবি। তুমি নিশ্চয়ই তাকে চেন। আমি তাকে তোমার কথা বলেছি। তিনি তোমার লেখা পড়েছেন।

কে তিনি?

সমুদ্র গুপ্ত।

আমি তাকে চিনলাম। তখনো তার গোঁফ পুরোপুরি সাদা হয় নি। চুল অতো লম্বা হয় নি। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পুরুষ পৃথিবী' পড়ে দাদা আমার স্ত্রী-কে বললেন, 'আমি এর একটা রিভিউ লিখবো'। তিনি রিভিউ লিখলেন এবং তা দক্ষিণ বঙ্গের কোনো একটা লিটল ম্যাগাজিনে ছাপাও হলো। আমি অবশ্য সেই ম্যাগাজিন কোনোদিন দেখি নি। এভাবেই সমুদ্র গুপ্তের সঙ্গে আমার সখ্য গড়ে ওঠে।

একদিন ফোনে আমাকে তাড়া দিয়ে বললেন, কাল সন্ধ্যায় টিএসসিতে আসিস।

আমি বললাম, কয়টায়?

তিনি কোনো চিন্তা না করেই বললেন, ছয়টায়। একটা জিনিস দেব।

আমার ঘড়িতে ছয়টা বাজতে দশ মিনিট বাকি। জানুয়ারীর শেষ সূর্য বিদায় নিয়েছে একটু আগে। ফ্রোস্টেড গ্লাসের মতো সন্ধ্যা নামে টিএসসিতে। সড়কদ্বীপে উৎসবের আমেজ। তরুণ-তরুণীরা শিশির-সন্ধ্যায় শীতটাকে পাত্তা না দিয়ে জম্পেশ আড্ডায় মেতে উঠেছে। জাতীয় কবিতা উৎসবের আয়োজন চলছে। টিএসসির ভেতরে কবিদের মুখর পদচারণা। চায়ের কাপগুলি নিমিষেই খালি হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে ঝালমুড়ি, পাকোরা, বেগুনি সাঁই সাঁই করে উড়ে যাচ্ছে। কবি জাহিদ হায়দার এক কোনায় একটা চেয়ার টেবিল পেতে মফস্বল থেকে আসা কবিতার পাহাড় এডিট করছেন। কবি রবিউল হুসাইন, কবি রফিক আজাদ একদল মুগ্ধ তরুণ পরিবেস্টিত। চায়ের কাপে আড্ডার ঝড়।

আমাকে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখে এক কবি প্রশ্ন করলেন, কারে খোঁজেন?

বলেই পাঞ্জাবীর খুট দিয়ে ঝালমুড়ির মুখ মুছলেন।

আমি একটু মজা করে বললাম, কবি সমুদ্র গোঁফতকে। তিনি আমাকে ছয়টায় আসতে বলেছেন।

আর আপনি ছয়টায় চলে এসেছেন? আপনার কমপক্ষে একঘন্টা পরে আসা উচিত ছিল। অবশ্য যদি তার মনে থাকে যে আপনাকে আসতে বলেছেন।

পাঞ্জাবীঅলা কবির কথায় আমি খুব আহত হলাম। আমি কাউকে সময় দিলে তা রাখার চেষ্টা করি এবং প্রত্যাশা করি আমার সঙ্গেও সবাই একই আচরণ করবে। সমুদ্র গুপ্তকে আমি শুধু কবি হিসেবেই চিনি না। তিনি একটি আন্তর্জাতিক এনজিওর কনসালটেন্ট। 'যদি তার মনে থাকে' কথাটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

এই লোকের কথা ঠিক হয় নি। কাটায় কাটায় ছয়টায় সমুদ্র দা এসে হাজির। আমার হাতে একটা ব্রাউন খাম তুলে দিলেন। আমি খামটা খুলে দেখি ‘সাত সমুদ্র’। মলাটের ভাঁজ খুলে দেখি অতি যত্নের সঙ্গে লেখা,

আমার বোন মুক্তি শরীফ
ও
বন্ধু কাজী জহিরুল ইসলাম
জীবন হোক দীর্ঘ
যাপন হোক সুখের

সমুদ্র গুপ্ত
৩১ জানু ২০০০

সমুদ্র গুপ্তকে আমার কখনোই অগোছালো মানুষ মনে হয় নি। সব সময়ই মনে হয়েছে তিনি অত্যন্ত গোছানো এবং একজন আধুনিক মানুষ। প্লান ইন্টারন্যাশনালের সেই কাজটা তিনি আর করলেন না। ছেড়ে দিলেন। কেন ছেড়ে দিলেন জানি না। তার কিছু কিছু বিষয় আমার কাছে খুব রহস্যময় মনে হয়। সমুদ্র গুপ্তের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি সৈয়দ আব্দুস সাদিক প্রায়শই আমাদের কাছে সমুদ্র দা’র আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা বলেন। বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয় নি গত ছয় মাস। এসব কথা বলেন। কিন্তু আমি জানি, যখন ঢাকা শহরে হাতে গোনা কয়েকজনের বাড়িতে কম্পিউটার আছে, তখনি সমুদ্র গুপ্তের ঘরে কম্পিউটার, ইন্টারনেট কানেকশনসহ। সমুদ্র দা’র বাসায় যখন টেলিফোন লাগে তখন খুব কম কবির বাসায়ই টেলিফন আছে। তবে কি তার এই আর্থিক অস্বচ্ছলতা জীবনকে কবিসুলভ যাপনের এক দুঃখ বিলাসী প্রক্রিয়া? কবি সমুদ্র গুপ্তের মধ্যে একজন বোহেমিয়ান কবি এবং একজন আধুনিক মানুষ একসঙ্গে বাস করে। অনেকে তার মধ্যে এই কম্বিনেশনের কন্ট্রাস্ট প্রতিফলন খুঁজে পেলেও তিনি নিজে তা কখনোই মনে করেন বলে আমার মনে হয় না। তাকে দেখলে একজন সুখী মানুষকে দেখার আনন্দে আমার মন ভরে যায়। শিশুর মতো অকপট একজন মানুষ।

এবার তার কবিতা নিয়ে দু’একটি কথা বলি।

> একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা এবারের মেলায় বই হবে না?
> বললেন, প্রকাশক কই?
> আমি বললাম, স্ক্রিপ্ট কি তৈরী আছে?
> তিনি বললেন, একটা বইয়ের কবিতাতো এক রাতেই লেখা যায়।

এইখানেই তিনি আর সকলের চেয়ে আলাদা। আর এখানেই তিনি কবি। অগোছালো, স্বাধীনচেতা। লালনের গান মনে পড়ে যায়, ‘এমন মানব জনম আর কি হবে / মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে’। যখন সমুদ্র গুপ্তের কবিতার ভেতরে ঢুকি তখন দেখি তিনি এক তুখোড় বিপ্লবী। শ্রেণীসংগ্রাম তার রক্তে ঝড় তোলে। প্রচন্ড খেদ ঝরে পড়ে তার পঙক্তিতে, ‘বড়লোক গাড়ীর নিচে চাপা পড়ে মানুষ আর / মানুষের সরল জীবন-এটাই নিয়ম’ [কুকুর, সাত সমুদ্র, পৃষ্ঠা ১১]। ‘আমার স্বপ্ন এখন প্রচন্ড রক্তপাতের- / অশান্ত অস্থির দু’বাহুতে পৃথিবীরে পিষ্ট করে / ভেঙে চুরে তছনছ করে দেয়ার একটি মিছিল চাই’ [আমার স্বপ্ন এখন, সাত সমুদ্র পৃষ্ঠা ১২] তার বিপ্লবী মনোভাব আরো স্পস্ট হয়ে ওঠে

যখন তিনি বলেন, ‘সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলে বাইরে বেরুলাম / পিঠে ঝোলার মধ্যে যুদ্ধকালীন শৃঙ্খলার নোট / কবিতার বই, প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী এবং / লক্ষ্যভেদের যাবতীয় সরঞ্জাম’ [রণকৌশল, সাত সমুদ্র পৃষ্ঠা ২২].

কবিতায় নান্দনিকতার চেয়ে তিনি বক্তব্যকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। আর এ কারণেই তার কোনো কবিতাকেই লক্ষ্যহীন মনে হয় না। কবিতাকে তিনি শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তার কবিতায় স্বপ্ন আছে, আবেগ আছে, তবে স্বপ্নাচ্ছন্নতা নেই, আবেগের ভারে নূয়ে পড়ে নি কবিতা। উপমা, উৎপ্রেক্ষাহীন তার কবিতার শব্দেরা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে সরাসরি। তারপরেও তাকে কখনো কখনো উপমার আশ্রয় নিতে দেখা যায়।

রাত্রির বিদীর্ণ হৃদয়
তার মধ্যে বেঁধেছে বাসা চিল
শকুনের কুর্নিশ শুধুই কপট বিনয়
এ দেশে গভীর আঁধার সবগুলো দরোজায় খিল
[গণতন্ত্রের ভাঙা দেয়াল টপকে, সাত সমুদ্র, পৃষ্ঠা ৬০]

বদ্বীপের আকাশে উড়ে বেড়ানো চিল-শকুণের বিনয়ের মধ্যে যে কেবল কপটতা, এটা যে আমাদের কপট এবং নীতিভ্রষ্ট রাজনীতির আস্থাঘাতকতার এক নিপুণ চিত্রকল্প, তা তিনি অন্তমিল সমৃদ্ধ এই চার পঙক্তিতে অত্যন্ত সফলভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। ষাটের দশকের এই কবি যখন একই কবিতায় বলেন,

প্রখর জ্যোস্নার পোশাক
ঠুকরে ঠুকরে ছেঁড়ে হাহাকার কাক
এ দেশে গভীর নিশীথ দ্বি-প্রহর রাত

তখন আমরা দেখি এই চিত্রকল্প, এই উৎপ্রেক্ষা, সহস্রাব্দের কবিতার টেবিলেও এক কাপ ধুমায়িত তাজা কফি। এই চিত্রকল্প আজো সময়ের প্রতিভূ হয়ে বিবেকের দরোজায় কড়া নাড়ে। ‘গণতন্ত্রের ভাঙা দেয়াল টপকে’ কবিতাটিতে তিনি তার বিষয়বস্তুর লক্ষ্যস্থির রেখেই কবিতার আঙ্গিক নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সমন্বয় ঘটিয়েছেন সকল ছন্দের, দেখিয়েছেন উপমা ও অনুপ্রাসের দক্ষ প্রয়োগ। যা কবিতাটিতে যোগ করেছে বাড়তি ‘গতি’ মাত্রা। র‍্যাপ সঙ্গীতের মতো আমাদেরকে এক অনিন্দ্য হৃদমে দোলাতে দোলাতে নিয়ে যায় বিষয়বস্তুর গভীরে যখন তিনি বলেন:

রাত্রির কোলে বসে
পেঁচকেরা ডন কষে
ছুঁচো গায় কীত্তন
চামচিকে দিকে দিকে
ছড়ায় আধুলি সিকে
হাঁক ডাক করে ডাকে
ঘুরপাক ঘুরপাকে
কুর্দন নর্ত্তন
দাঁড়ালাম বুক চিতে

আনো দেখি গজ ফিতে
মেপে দেখো নেই ফাঁকি
আমিই আসল পাখি
সকালে ঘুমিয়ে পড়ি
সন্ধ্যায় চিঁ চিঁ ডাকি
আমিই আসল পাখি
চামচিকি চামচিকি
এই শুনে ধেড়ে খোকা
আরশোলা তেলাপোকা
ধুয়া তোলে ঠিকঠিকি

এরপরেই তিনি ছন্দ পাল্টে দিয়ে বলেন,

ক্ষমতা ফুলের গন্ধের লোভে কতো মাছি হলো মৌমাছি
ঘোড়ার ডিমের ব্যবসা ধরেছে
মেডেলের মালা গলায় পড়েছে
নাপতার পোলা কাপতান হলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুরি কাঁচি

কী চমৎকার অনুপ্রাস। যাদের ধারণা সমুদ্র গুপ্ত শুধু শ্লোগান লেখেন, শুধু নিরেট গদ্যের মালা গাথেন, এই কবিতাটি আমি তাদের জন্য এই নিবন্ধে বিশেষভাবে উপস্থাপন করলাম। আশা করি কবি সমুদ্র গুপ্তকে অন্যভাবে চিনতে এই কবিতা সাহায্য করবে।

কবি সমুদ্র গুপ্ত আমার অতি কাছের মানুষ। তিনি মাঝে মাঝেই বলেন, ‘ওর সাথে আমার অন্য সম্পর্ক’। ‘পুরুষ পৃথিবী’-র প্রকাশনা উৎসবে কবি আল মাহমুদ, কবি ফজল শাহাবুদ্দীন আর আমি একমঞ্চে পাশাপাশি বসেছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো, আরে আমাদের তিনজনের বাড়িইতো ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। কথাটা মুখ ফসকে বলে ফেলতেই ফজল ভাই বললেন, ‘কবিদের একটাই ঠিকানা, একটাই গ্রাম। তার নাম কবিতাগ্রাম’। সমুদ্র দা’র সাথে আমার যে সম্পর্কই হোক না কেন, সবচেয়ে বড় সম্পর্ক হলো কবিতার সম্পর্ক। এ সম্পর্ক রক্তের চেয়েও লাল, আত্মার চেয়েও জীবন্ত। আজ কবি সমুদ্র গুপ্তের জন্মদিন। এই দিনে আমি তার কবিতারই জয়গান করি। কারণ কবিতা ‘অনন্ত নদীর স্রোতে ভাসমান বিশাল বেহালা/রক্তের নিপুণ আঙুলে বেজে ওঠে’।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২২ জুন, ২০০৬